তারিখ ... 15.1.85 ...
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 4 ...

নামী স্কুলগুলোতে বেজায় ভিড়

আজ ছেলেদের ভর্তি পরীক্ষা

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মহানগরীর সকল সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। আজ ছেলেদের এবং শনিবার মেয়েদের পরীক্ষা নেয়া হবে। তবে মহানগরীর বিভিন্ন স্কুলে খালি সিটের তুলনায় যে হারে ভর্তির দরখাস্ত জমা পড়েছে তা কোথাও ৮/১০ গুন, আবার কোথাও ১৫/২০ গুণ বেশী।

ভর্তি পরীক্ষার হলকে প্রার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা ইতিমধ্যেই তাই যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছেন।

রাজধানীর মোট প্রায় দু'শ স্কুলের মধ্যে নামী স্কুলগুলোতে গতকাল বুধবারও অনেক অভিভাবক ভর্তি ফরমের জন্য ভিড় জমান। কিন্তু অনেক স্কুলে আগেই ভর্তি ফরম বিক্রি বন্ধ

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

ভর্তি পরীক্ষা

(১ম পাতার পর)

হয়ে যাওয়ায় তারা হতাশ হয়ে ফিরে যান। গত মঙ্গলবার পর্যন্ত গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুলের ৩টি ক্লাসের ৮৫টি সিটের জন্য প্রায় দেড় হাজার ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। আজিমপুর অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে এবার শুধু প্রথম শ্রেণীতে ছাত্রী নেয়া হবে। ইতিমধ্যেই সেখানে আসনের তুলনায় ১৫ গুণ ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুলের ৪র্থ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ১০টি খালি আসনের জন্য দরখাস্ত না চাইলেও রেকর্ডসংখ্যক এক হাজারেরও বেশী দরখাস্ত জমা পড়েছে। আজিমপুর গার্লস হাইস্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীতে এবার ৯৮ জন ছাত্রী নেয়া হবে এবং গত মঙ্গলবার পর্যন্ত সেখানে প্রায় ১ হাজার ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে। উদয়ন স্কুলে যদিও এবার কোন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে না তবুও অনেক অভিভাবক রোজ সেখানে ভর্তির ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন।

পুরোনো ঢাকার স্কুলগুলোতেও ভর্তি প্রতিযোগিতা কম নয়। আরমানিটোলা হাইস্কুলের বিভিন্ন ক্লাসে দু'শ খালি আসনের জন্য হাজারখানেক দরখাস্ত জমা পড়েছে। বাংলাবাজার গার্লস হাইস্কুলে একশ'র কিছু বেশী খালি আসনে ভর্তির জন্য ৫/৭ গুণ বেশী ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে।

পাশাপাশি অবশ্য অন্য চিত্রও আছে। রাজধানীর বহু স্কুলে ভর্তির জন্য তেমন ভিড় দেখা যায়নি। তেমন নাম না থাকাটাই এর প্রধান কারণ বলে জানা গেছে। সবাই চান নামী স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে। অনুন্নত স্কুলগুলোকে উন্নত করার সরকারী পদক্ষেপ স্কুলগুলোতে ভর্তির বর্তমান সমস্যার কিছুটা হলেও দূর করবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।